তা'লীমাতে মিরযা

মিরযা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শিক্ষাসমূহ

মূল : উর্দু
মওলানা আবুল ওফা সানাউল্লাহ
অমৃতসরী

অনুবাদ :
(মওলানা) মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ

মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

Scanned with CamScanner

তা'লীমাতে মিরযা

সূচীপত্র

১। অনুবাদকের কথা ১

২। সূচনা ৩

প্রথম অধ্যায়

৩। আপন উক্তিমতে—
মিরযা সাহেবের গুণাবলী ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪। মিরযা সাহেবের
পরস্পর বিরোধী কথা ৬

তৃতীয় অধ্যায়

৫। মিরযা সাহেবের মিথ্যাবাদিতা ১৭

চতুর্থ অধ্যায়

৬। মিরযা সাহেবের নিদর্শন ২১

পঞ্চম অধ্যায়

৭। মিরযা সাহেবের চরিত্র ৩৩

Scanned with CamScanner

তা'লীমাতে মিরযা

মিরযা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শিক্ষাসমূহ

পশ্চিমপাড়া আহলে হাদীস
মসজিদ পাঠাগার
চণ্ডিপুর

চণ্ডিপুর পশ্চিমপাড়া আহলে হাদীস ...
স্থাপিত-১২০৬
উঃজেঃমনিরামপুর
রেজিঃ নং
পোঃ-চণ্ডিপুর

মূল : উর্দ্দু

মওলানা আবুল ওফা সানাউল্লাহ
অমৃতসরী

অনুবাদ :

মওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ

মূল্য—পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

Scanned with CamScanner

প্রকাশনায় :

মুন্সী মোহাম্মদ আবদুল ওয়ারেস
৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড
ঢাকা—২

প্রথম সংস্করণ :

সাল ১৩৮১ বাংলা, ১৯৭৪ ইংরেজী

মুদ্রণে :

এম এ বারী

আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড
পাবলিশিং হাউজ,
৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড,
ঢাকা—২

Scanned with CamScanner

তা'লীমাতে মিরযা

অনুবাদকের কথা

ইসলাম চির সত্য ও চির সুন্দর পূর্ণ পরিণত সার্বজনীন মানব ধর্ম। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের উপযোগী। ইসলাম সর্ব ধর্ম ও সর্ব জীবন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এসেছে। ইসলাম এ পর্যন্ত বহু চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা ক'রে সগৌরবে টিকে রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। বিভিন্ন যুগে ইসলামের অনেক দুশমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তাকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টার ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তাতে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে আরও বেশী। ইসলামের মৌল গ্রন্থ আল্লাহ তা'আলার পাক কালাম কোরআন মজীদেও ইসলামের গৌরব দীপ্ত বিজয়ের কথা স্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত হ'য়েছে। (৬১ : ৮, ৯)

আহমদী বা কাদিয়ানী আন্দোলনও ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এই আন্দোলন নবী মোস্তফার (দঃ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য খত্‌মে নবুওয়তের আকীদার বিরুদ্ধে নব-নবুওতের দাবী তুলে ইসলামের মর্মমূলে আঘাত হেনেছে। প্রথম দিকে এ আন্দোলনটি পাঞ্জাব তথা পাক-ভারতে সীমিত থাকলেও পরবর্তীকালে এ আন্দোলনের হোতারা বিশ্বের মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এসেছে। কোরআন ও সুন্নার ভক্ত কোন মুসলিম হৃদয় এ আন্দোলনকে বরদাশ্‌ত

Scanned with CamScanner

করতে পারে নাই। এই আন্দোলনের প্রবক্তাদের মিথ্যা দাবী ও অপ প্রচারের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক খেদমত আনজাম দিয়েছেন। তন্মধ্যে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) র খেদমত ও অবদানই সম্ভবতঃ সব চাইতে বেশী। তাঁর লিখিত বহু সংখ্যক গ্রন্থের মধ্য থেকে "তালীমাতে মিরযা" নামক পুস্তিকাটী উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তিকা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে রচিত হয়েছিল। তাতে মোটামুটি ভাবে আহমদী বা কাদিয়ানী আন্দোলনের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। সকলের অবগতির জন্য এই পুস্তিকার সরল বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

—মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ।

Scanned with CamScanner

স্থাপিত-১২০৬
রেজিঃ নং

তা'লীমাতে মির্‌যা

সূচনা :

মির্‌যা গোলাম আহমদী কাদিয়ানীর দাবীগুলো ভারতে (পাক-ভারত ও বাংলাদেশ) বিশেষ ক'রে পাঞ্জাবের সকলেরই সুবিদিত। তাঁর এরূপ দাবী ছিল যে, "আমি ভাগ্যবান মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ; আমি খোদার সাথে বাক্যালাপ করি, আমি নবী ও রসূল।" এ ছাড়া তিনি কোন শর্‌য়ী বিধান উদ্ভাবন করেন নি; বরং তিনি পূর্বকার শর্‌য়ী বিধান মতে কাজ করতেন, আর তাই বলতেন। তবে তাঁর গোটা জীবনটাই অপরের নিকট নিজ ব্যক্তিত্বের বাহাদুরী প্রকাশে কেটে গেল। তিনি শুধু একথাই বলতে থাকলেন যে, আমার আহ্বানে প্রতিটি মুসলমান, এমনকি প্রতিটি মানুষের সাড়া দেয়া কর্তব্য। যেহেতু তিনি সমগ্র বিশ্বকে তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন, তাই প্রায় সবাই তাঁর দাবী সমূহ যাচাই বাছাই করতে

Scanned with CamScanner

গিয়ে বহু পুস্তকাদি রচনা করেছেন, বাহাস মুনাযারা করেছেন, কেহ বা 'মসীহ' এর জীবনের উপর, কেহ বা কিয়ামতের নিদর্শনের উপর পুস্তিকাদি লিখেছেন। আমি যা কিছু লিখেছি তার বড় অংশটাই হচ্ছে মিরযা সাহেবের দাবী সম্পর্কিত। এ পুস্তিকাও এই পর্য্যায়ভুক্ত। পুস্তিকাটীর পাঁচটী অধ্যায়ে পাঁচটী বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো নিম্নরূপ :

১। মিরযা সাহেবের "গুণাবলী"
২। মিরযা সাহেবের পরস্পর বিরোধী কথা,
৩। মিরযা সাহেবের মিথ্যাবাদিতা,
৪। মিরযা সাহেবের নিদর্শন এবং
৫। মিরযা সাহেবের চরিত্র।

পাঠকগণের খেদমতে অনুরোধ : তাঁরা যেন এ পুস্তিকা পাঠ ক'রে পথভ্রষ্ট মানুষদের ভ্রান্তি ঘুচিয়ে সরল পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। জেদ করলে তাদের জন্য আপনারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোওয়ায়ে খায়ের করবেন যেন তিনি তাদের ভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে আনেন।

মিরযায়ী সংবাদ পত্র ও মিরযায়ী নেতারা অধীনকে নিজেদের নিকৃষ্ট দুশমন বলে লিখেছেন। তাঁদের জওয়াবে আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমি দুশমন নই। বরং আমি মিরযা সাহেবের ও মিরযায়ী উম্মতের অবৈতনিক প্রচারক। আমি মিরযা সাহেবের কথাগুলোকে বিনা বেতনে যারা অনবহিত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে থাকি। আশা করি পাঠক এ পুস্তক মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমার এ দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

Scanned with CamScanner

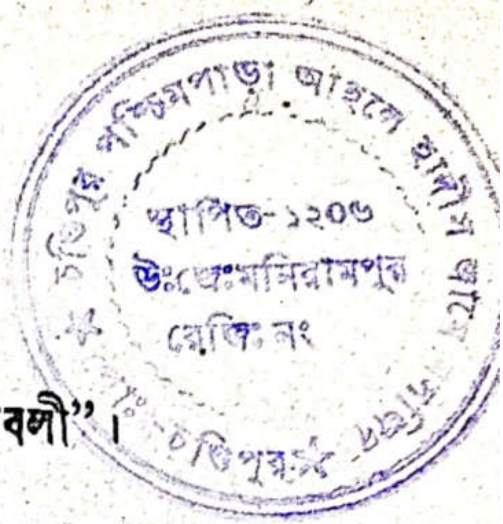

স্থাপিত-১২০৬

প্রথম অধ্যায়

(আপন উক্তি মতে) মিরযা সাহেবর "গুণাবলী"।

মিরযা সাহেব বলেছেন :

১। আমার এই পা' সেই স্তম্ভের উপর যেখানে সকল উচ্চতা খতম হয়ে গিয়েছে। —খোতবায়ে ইল্‌হামীয়াহ্ : ১ম সংস্করণ, ৩৫ পৃষ্ঠা।

২। আমার সিংহাসন সব সিংহাসনের উপরে স্থাপিত হয়েছে।
—হাকীকাতুল ওয়াহী : ৮৯ পৃষ্ঠা।

৩। আমার আগমনে পূর্ববর্ত্তীদের সূর্য্য ডুবে গিয়েছে।
—খোতবায়ে ইল্‌হামীয়াহ্।

৪। আমি স্বপ্নে (দেখলাম, আমি) আল্লাহ হয়ে গেছি। আমি বিশ্বাস করলাম যে, প্রকৃতই আমি আল্লাহ। তারপর আমি আসমান-যমীন প্রভৃতি সৃষ্টি করলাম।
—আয়েনায়ে কামালাত : ৫৬৪ পৃষ্ঠা।

৫। খোদা আরশে আমার প্রশংসা করেন।
—আনজামে আত্‌হম : ৫৫ পৃষ্ঠা।

৬। আমি খোদার নিটক তাঁর সন্তানদের সমতুল্য, —আরবাঈন প্রভৃতি।

৭। যে মুসলমান আমাকে মানে না, সে হারামজাদা বা জারজ
—আয়েনায়ে কামালাত : ৫৪৮ পৃষ্ঠা।

৮। আমি মৃতকে জীবন দান, জীবন্তকে মৃত্যুদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছি। —খোতবায়ে ইল্‌হামীয়াহ : ২৩ পৃষ্ঠা।

৯। "সে নিজের ইচ্ছামত কথা বলে না" এই কোরআনী উক্তির তাৎপর্য আমি। —ইশতিহারে ইনআমী পানছো : ২৪ পৃষ্ঠা।

১০। মনে রেখো, আমার সাথে আল্লার অনুগ্রহ রয়েছে, আর

Scanned with CamScanner

আমার অন্তরে আল্লার 'রূহ' কথা বলে।
—আনজামের আতহম : ১৭৬ পৃষ্ঠা।

এসব দাবী অবগত হওয়ার পর যারা মিরযা সাহেবের বাণী সমূহ পাঠ করেছেন তাঁরা কোরআনের এই মূলনীতির সত্যতা স্বীকার না করে পারবেন না :—"যদি (কোন কথা) আল্লাহ ছাড়া অপর কারো তরফ থেকে হয়ে থাকে তা'হলে তাতে পরস্পর-বিরোধী বহু মতভেদ দেখতে পাবে।" সুতরাং মিরযা সাহেবের উক্তি সমূহ পরীক্ষা করে দেখা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিরযা সাহেবের পরস্পর-বিরোধী কথা :

১। হযরত মসীহ আঃ পুনর্বার নিজেই আসবেন—"তিনি সেই প্রভু পরওয়ারদিগার যিনি তার রসূলকে হিদায়ত ও দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে করে তাঁর দীন অপর সকল দীনের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করে।" মিরযা সাহেব বলেন, এই আয়াতটি হযরত মসীহ্ আঃ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে দীন ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে সে বিজয় মসীহ আঃ র মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে। যখন মসীহ আঃ পুনর্বার এজগতে তশরিফ আনবেন ০ ০ ০ তখন তাঁর হাতে দীন ইসলাম সর্বত্র প্রসার লাভ করবে।—বারাহীন : ৪র্থ খণ্ড, ৪৯৮—৪৯৯ পৃষ্ঠা।

এখানে মিরযা সাহেব মসীহে মওউদের পুনরাগমন স্বীকার করে আবার অন্যত্র এর বিরোধিতা করে বলেছেন—

"মসীহ ইব্ন মরিয়ম কখনো দুনিয়ায় আসবেন না—ইযালায়ে আওহাম : ৬১৪ পৃষ্ঠা।

হযরত মসীহ আঃ আসবেন না, আমি মসীহে মওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) এসেছি।"—ঐ ১৫৮ পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

২। মিরযা সাহেব বলেছেন : "ইয়াসু (হজরত ঈসা) আগাম কথা বলেছিলেন যে, আমি দাউদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি।" এমনিভাবে ইয়াহুদদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়ে তিনি বলেছিলেন, "দেখ, আমি পুনরায় এ বিশ্বে তোমাদের রাজত্ব স্থাপন করতে এসেছি; আর তোমরাও রোমক শাসন থেকে আশু মুক্তি কামনা করছো।"—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা হ'লনা। ইয়াসু সাহেব খুব অপমান ভুগলেন, মুখে থুথু ফেলা হল, অপরীধাদের ন্যায় তাঁর গায়ে চাবুক মারা হল ··· ···· সুতরাং ইয়াহুদ সহ অনেক লোকই বুঝতে পারল যে, এই লোকটির আগাম কথা মিছে বলেই প্রমাণিত হল—এ খোদা-তা'লার তরফ থেকে নয়। —আনজামে আতহম : ১২ পৃষ্ঠা।

তিনি অন্যত্র বলেন, এমনিভাবে হযরত ঈসা আঃ কে খোদা সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তুমি বাদশা হবে। তিনি এ ওয়াহীয়ে এলাহী দ্বারা দুনয়ার বাদশাহী বুঝেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে হযরত ঈসা তাঁর হাওয়ারীদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা নিজেদের কাপড় বিক্রি করে হাতিয়ার কিনে লও। কিন্তু শেষে জানা গেল, এটা ছিল হযরত ঈসার ভ্রান্তি। রাজত্বের তাৎপর্য ছিল আসমানী রাজত্ব, যমীনের রাজত্বের নয়।

—যামীমা বারাহীনে আহমদীয়া : (৫) ৮৯ পৃষ্ঠা।

প্রথম বর্ণনায় এই আগাম কথাকে ইয়াসু এর মুখের কথা বলে অপমানের কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন আর দ্বিতীয় বর্ণনায় আল্লার তরফ থেকে বলে তা'বীল করে তা পুরণ হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন—কি চমৎকার বুদ্ধি।

৩। মিরযাজী বলেন : হযরত ঈসা আঃ নিজে নৈতিক শিক্ষা মতে কাজ করেন নি। ডুমুরের গাছে ফল না দেখে তার উপর অভিশাপ করেন এবং অন্যান্যদের করতে শিখান।

Scanned with CamScanner

অপরদেরকে এ নির্দেশ দেন যে, তোমরা কাউকে নির্বোধ বলো না। কিন্তু নিজে বদ যবানীতে এতটা বেড়ে গিয়েছিলেন যে, বহু ইহুদী বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকে জারজও বলে ছেড়েছেন। এক ওয়াযে ইহুদী আলেমদেরকে সাংঘাতিক গালাগাল দেন এবং তাদের নামে অপবাদও দেন। নৈতিক শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে আগে তিনি নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপরের সামনে তুলে ধরবেন। —চশমায়ে মসীহী ঃ—৯ পৃষ্ঠা।

আহমদী ঈমানদারগণ! শুনলে? "হযরত ঈসা" আর "আলাইহিস্ সালাম!" ইসলামের পরিভাষায় এই 'লকব' এমন লোককে দেওয়া হয় যিনি দুন্য়া ও আখিরাতে আল্লার 'রূহ' বলে প্রসিদ্ধ। তাঁর সম্পর্কে মিরযাজীর এই মুক্তা ছড়ানো। অধিক অবগতির জন্য দেখুন আমাদের "হিন্দুস্তান কি দো রিফরমার" পুস্তিকা। এর বিপরীত মিরযা সাহেব অন্যত্র বলেন, কোন কোন সময় শিক্ষা দিতে গিয়ে শক্ত কথাও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ব্যবহারের সময় মনে ব্যথাও হয় না, আক্ষেপও হয় না, মুখেও ক্লান্তি আসে না। তবে নাটকীয় ক্রোধ এবং ভীতি বিস্তারের জন্য কখনও কখনও শক্ত কথা মুখ থেকে বের করতে হয়; আসলে কিন্তু মনে থাকে আরাম, আনন্দ ও খুশী। এজন্যই যদিও হযরত ঈসা আঃ অনেক সময় উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে শক্ত কথা বলতেন যেমন শূকর, কুকুর, বেঈমান, বদকার প্রভৃতি; তা'হলেও 'নাউজুবিল্লাহ' আমরা একথা বলতে পারিনা যে, তাঁর মধ্যে চারিত্রিক মহত্ব ছিল না। কারণ তিনি নিজেই চরিত্র শিখাতেন ও বিনয়ের তা'লীম দিতেন। অনেক সময় তাঁর মুখ থেকে যে শক্ত কথা উচ্চারিত হতো তা রাগ ও পাগলামী বশতঃ নয়· বরং পূর্ণ শান্তি ও মানসিক ধৈর্য্যের

Scanned with CamScanner

সাথে যথাস্থানে সে সব শব্দ উপযোগী হয়ে উঠতো।

—যরূরাতুল ইমাম : ৭ পৃষ্ঠা।

প্রথম উধৃতিতে হযরত ঈসা আ: এর যে কথার জন্য দোষ ধরা হয়েছে, দ্বিতীয় উধৃতিতে তারই জন্য গুণ কীর্ত্তন করা হয়েছে।

৪। মিরযা সাহেব বলেছেন—ইয়াস্থ' নিজেকে পুণ্যবান বলতে পারেন নাই—এজন্য যে, লোকেরা জানত তিনি মদ্যপায়ী। এই মন্দ চাল চলন শুধু খোদায়ী দাবীর পরেই নয় বরং প্রথম থেকেই জানা যায়। আসলে মদ্যপানের ফলশ্রুতি হচ্ছে খোদায়ী দাবী। —সত্যবচন : ১৭২ পৃষ্ঠা।

এর ব্যতিক্রমে তিনি অন্যত্র বলেছেন, খৃষ্টানরা যাকে খোদা-বানিয়ে রেখেছে তাকে কেউ বললো, ওগো পূণ্যাত্মা গুরু! এর জবাবে তিনি বললেন, তুমি আমায় পূণ্যাত্মা কেন বললে? খোদা ছাড়া তো পূণ্যাত্মা কেউ নেই। সকল ওলীর রীতি-নীতি এরূপই দেখা গিয়াছে। সকলেই ক্ষমা প্রার্থনাকে নিজের বৈশিষ্ট্য করে নিয়েছেন।—যমীমা বারাহীন : (৫) ১০৭ পৃষ্ঠা।

তিনি আরও বলেছেন, হযরত মসীহ আ: খোদার এমন বিনয়ী, সহিষ্ণু, বিনম্র ও আত্মভোলা বান্দা ছিলেন যে, কেউ তাঁকে পুণ্য মানুষ বলবে—এও তাঁর অনুমতি ছিল না।

—মোকাদ্দমা বারাহীনে আহমদীয়ার টীকা : ১০৩ পৃষ্ঠা।

প্রথম উধৃতিতে একথাটিকে (পুণ্যবান, পুণ্যাত্মা প্রভৃতিকে) তাঁর দুর্নামের কারণ বলে স্থির করেছেন, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় উধৃতিতে ওটাকেই তাঁর প্রশংসার কারণ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

৫। মিরযা কাদিয়ানী বলেছেন : মুসলমানরা অবগত হোন, খোদা তা'আলা কোরআন শরীফে ইয়াস্থর এমন কোন খবর

Scanned with CamScanner

দেন নাই যে তিনি কে ছিলেন। —যমীমা আনজামে আতহম এর টীকা : ৯ পৃষ্ঠা।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, খোদা তা'আলা ইয়াসুর সৃষ্টির উপমা দিতে গিয়ে আদমকে পেশ করেছেন। বলেছেন, "ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খোদার নিকট আদমেরই অনুরূপ, কারণ খোদা আদমকে মাটি দিয়ে বানিয়েছেন, তারপর বলেছেন, (যিন্দা) হয়ে যাও, তখন সে (যিন্দা) হয়ে যায়।"—চশমায়ে মারেফাত : (২) ২১৮ পৃষ্ঠা।

৬। মিরযাজী বলেছেন : মনে রেখো, আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই তিনি (ঈসা মসীহ) কিয়ামতের আলামত"। একথা বলেন নাই যে, ভবিষ্যতে আলামত হবে। এ আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তিনি (মসীহ) এমন বিশেষ কোন কারণে কিয়ামতের আলামত যা তখনই তাঁর মধ্যে ছিল—এ নয় যে, ভবিষ্যৎ কালে কোন সময় তা আয়ত্ব হবে। ঐ কারণটি ছিল তাঁর পিতৃবিহীন সৃষ্টি। এর বিবরণ হচ্ছে এই যে, ইয়াহুদীদের 'সদূকী' নামক একটি দল কিয়ামত অস্বীকার করতো। খোদা তা'আলা কোন কোন পয়গাম্বরের মারেফতে তাদের সংবাদ দেন যে, তাদের বংশে পিতৃবিহীন এক ছেলে পয়দা হবে ; সে হবে তাদের জন্য কিয়ামতের অস্তিত্বের আলামত। এর প্রতিই খোদা তা'আলা ঐ আয়তে ইঙ্গিত করেছেন। —হামামাতুল বুশ্‌রা (আরবী) : ৯০পৃঃ।

এর মর্ম সুস্পষ্ট যে, হযরত ঈসা আঃ-র পিতৃবিহীন পয়দা হওয়া কিয়ামতের আলামত।

এর ব্যতিক্রম করে মির্‌যা কাদিয়ানী অন্যত্র বলেছেন, অথচ এই আলেমরা বলেন যে, হযরত ঈসা আঃ-র শানে

Scanned with CamScanner

বলা হয়েছে, "অবশ্যই তিনি কিয়ামতের আলামত।" যাদের কোরআন সম্পর্কিত এই জ্ঞান—তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত যে, "আধা মোল্লা ঈমান নষ্টের আশংকা".....কত বড় ঘৃণ্য অজ্ঞতা যে, এখানে 'সা'আত শব্দের অর্থ কিয়ামত বলে তারা মনে করছে।

এখন আমার কাছ থেকে বুঝে লও যে, 'সা'আত' এর তাৎপর্য্য এখানে সেই আযাব যা হযরত ঈসার পরে তয়ত্বুস রূমীর সাথে ইয়াহূদীদের উপর পতিত হয়েছিল।—ইজাযে আহমদী: ২১ পৃষ্ঠা।

৭। মিরযা সাহেব বলেছেন: মসীহ এর চাল চলন কি রূপ ছিল? তিনি ছিলেন একজন পানাহারী, মদ্যপায়ী, তাপসও নন, উপাসকও নন, সত্যের পূজারীও নন; নিজেই নিজের খোদায়ীর দাবীদার। —মাকতুবাতে আহমদীয়াহ: (৩) ২৩, ২৪ পৃঃ।

এর বিপরীত তিনি অন্যত্র বলেছেন: তিনি (মসীহ) নিজের সম্বন্ধে এমন কোন দাবী উত্থাপন করেননি যাতে করে তিনি যে খোদায়ীর দাবীদার একথা প্রমাণিত হয়।—সিয়ালকোটের বক্তৃতা: ৪৩ পৃঃ।

৮। মসীহ ইবনে মরিয়ম (প্রতিশ্রুত মসীহ ঈসা) ইব্ন মরিয়ম থেকেও বড়। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ শুধু কাল হিসেবেই রসূলুল্লাহ সঃ র পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আত্ম প্রকাশ করেন নি যেমন মসীহ ইব্ন মরিয়ম মুসার পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন। —কেশতীয়ে নূহ: ১৩ পৃষ্ঠা।

তিনি অন্যত্র বলেছেন—হযরত মুসা আঃ র চৌদ্দ শ' বছর পরে হযরত মসীহ আঃ র আবির্ভাব ঘটেছে; এর বিপরীত

Scanned with CamScanner

এ হিসেবেও মানতে হচ্ছে যে, এ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আত্ম প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন। —শাহাদাতুল কোরআন : ৬৯ পৃষ্ঠা।

প্রথম উধৃতিতে বলেছেন—চতুর্দশ শতাব্দীতে, আর দ্বিতীয় উধৃতিতে চৌদ্দশ বছরের পরে মানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে—"চতুর্দশ শতাব্দীতে" এবং "চতুর্দশ শতাব্দীর পরে" এ দু'টো কথার পার্থক্য যার জানা নেই পরবর্তী কালে তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ভাগ্যবান মাহদী বন্‌তে যাচ্ছেন!

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই—যেহেতু মিরযা সাহেব হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে এসেছিলেন, আসলে কিন্তু তাঁর আসার কথা ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে, কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি তশরীফ নিয়ে গেলেন, এখন আবার আল্লাহ ক'রে প্রতিশ্রুতি মুতাবেক পঞ্চদশ শতাব্দীতে পুনর্বার তশরীফ আনবেন। আল্লাহ ভাল করুন।

৯। মিরযা সাহেব বলেন : আল্লাহ বলেছেন,

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ...

"যখন আল্লাহ বললেন, ওগো ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম! তুমি কি মানুষদের বলেছিলে যে, তোমরা আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ ছাড়া আরও দুই প্রভুরূপে গ্রহণ কর?" এখানে قَالَ ক্রিয়া অতীতকাল বাচক, তার আগে اِذْ মওজুদ রয়েছে আর এ হচ্ছে অতীত কালের জন্য সুনির্দিষ্ট। এতে ক'রে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ ঘটনাটি ছিল উক্ত আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্বেকার একটি ঘটনা—সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের নয়। —ইযালায়ে আওহাম : ২০৬ পৃঃ।

এর বিপরীত তিনি অন্যত্র বলেছেন : ঘটতব্য কোন ঘটনা

Scanned with CamScanner

যখন বক্তার দৃষ্টিতে সন্দেহের উর্ধে মনে হয়—সেরূপ স্থলে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালের জন্যও অতীতকাল বাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। তাতে করে সে ঘটনাটী যে ঘটবেই তা নিশ্চিত ভাবে বুঝা যায়। কোরআন মজীদে এর বহু নযীর দেখতে পাওয়া যায় ... ...। —যমীমা বারাহীন : (৫) ৬ পৃঃ।

মাবাহেসে মিরযায়ীয়ায় মসীহ আঃ র ওফাতের মসলাও দেখা যায়। মিরযায়ী তর্কবাগীশ মসীহ আঃ র ওফাত সম্পর্কে সাধারণতঃ উপরে উল্লেখিত আয়াতটী প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে থাকে। মিরযাজী তো ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, এ হচ্ছে কিয়ামতের আলোচনা। কাজেই এই আয়াত থেকে হযরত মসীহ আঃ র ওফাত সাধিত হয় না।

১০। মিরযা সাহেব বলেছেন : সরাসরি ইয়াস্থ'র রুহ যার মধ্যে ছিল এমন এক বদবখত ধোকাবাজ জনগণের মধ্যে এটার প্রসার ঘটিয়েছে। —যমীমা আনজামের টীকা : ৫ পৃঃ।

তিনি অন্যত্র বলেছেন—আমাকে ইয়াস্থ'র রূপ দিয়ে পয়দা করেছেন। পরস্পর স্বভাবগত সাদৃশ্যের দরুণ ইয়াস্থ'র রূহ আমার মধ্যে রেখেছিলেন। এজন্যই প্রয়োজন ছিল হারানো রাজত্বে ইয়াস্থ মসীহের সাথে আমার সাদৃশ্য। —তোহফায়ে কাস্‌বীয়াহ : ১৫ পৃঃ।

আহমদী বন্ধুগণ! যার মধ্যে ইয়াস্থ'র রূহ থাকে (প্রথম কথা মতে) সে যদি বদবখত হয়ে যায় তা হলে দ্বিতীয় কথার প্রবক্তাটি কিরূপ ব্যক্তি?

১১। মিরযাজী বলেছেন : হযরত মসীহ আঃ র পাখীগুলোর উড়ে যাওয়া মোজেযারূপেই কোরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, তা সত্ত্বেও উহা মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। —আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম : ৬৮ পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

এর বিপরীত তিনি অন্যত্র বলেছেন—এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এই পাখীগুলোর উড়ে যাওয়া কোরান শরীফ থেকে কোন ক্রমেই প্রমাণিত হয় না। —ইযালায়ে আওহাম : ৩৭ পৃঃ।

১২। মিরযা সাহেব বলেছেন : সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আঃ র বয়স ছিল এক শ' কুড়ি বছর। কিন্তু ইয়াহুদ খৃষ্টানদের সম্মিলিত অভিমতে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা কালে তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ক্রুশ থেকে মুক্তি পেয়ে বাকী জীবন ভ্রমণে কাটিয়েছেন। —রাযে হাকীকতের টীকা : ২-৩ পৃঃ।

তিনি অন্যত্র বলেছেন—হযরত মসীহ ক্রুশ থেকে মুক্তিলাভ করে নাসীবীনের দিকে আস্‌লেন, তারপর আফগানিস্তান হয়ে নো'মান পাহাড়ে পৌঁছান। এখানে শাহ্‌জাদা নবীর কাছারী আজও এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তিনি দীর্ঘ দিন নো'মান পাহাড়ে থাকলেন, তারপর পাঞ্জাবের দিকে এলেন, শেষে কাশ্মীরে গেলেন এবং সুলায়মান পাহাড়ে দীর্ঘ দিন ধরে ইবাদত বন্দেগী করতে থাকেন। তথায় শিখদের যুগ পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি বিজড়িত একটি পরিবার মৌজুদ ছিল। অবশেষে এক শত পঁচিশ বছর বয়সে তিনি শ্রীনগরে ইন্তেকাল করেন। —তব্‌লীগে রেসালত : (৮) ৬ পৃঃ।

মিরযাজী বলেছেন—ইয়াহুদ খৃষ্টানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মুতাবিক যখন ক্রুশের ঘটনা ঘটেছিল তখন হযরত ঈসা আঃ র বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। —রাযে হাকীকতের টীকা : ৩ পৃঃ।

তিনি আরও বলেছেন—হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্রুশের ঘটনার পর ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম এক শ' কুড়ি বছর বয়স পেয়েছেন, তারপর মৃত্যু বরণ করে খোদার সাথে গিয়ে মিশেছেন। —তাযকিরাতুল শাহাদাতায়ন : ২৭ পৃঃ।

Scanned with CamScanner

ক্রুশের ঘটনা পর্য্যন্ত তেত্রিশ বছর আর ক্রুশের ঘটনার পর একশ কুড়ি বছর একুনে একশ তিপান্ন বছর হ'ল। সুতরাং (মিরযা সাহেবের বিভিন্ন উক্তি মুতাবিক) মসীহ আঃ র বয়স একবার ৯২০, দ্বিতীয়বার ১২৫ ও তৃতীয়বার ৯৫৩ বছরে দাঁড়াচ্ছে!

১৩। মিরযা সাহেব বলেছেন: যেমন কোরান মজীদের কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে যে, (পূর্ব যুগের) সেই কিতাবগুলো বিকৃত ও পরিবর্তিত এবং উহা আসল অবস্থার উপর স্থির থাকতে পারে নি; তেমনি বর্তমান যুগেও বড় বড় ইংরেজ দার্শনিকগণ পর্য্যন্ত এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। —চশমায়ে মারেফাত: ২৫৫ পৃঃ।

এর বিপরীত তিনি অন্যত্র বলেছেন— (পূর্ব যুগের) সেই কিতাবগুলো বিকৃত ও পরিবর্তিত বলে মন্তব্য করা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কথা শুধু এমন ব্যক্তিই বলতে পারে যে কোরআন সম্পর্কে বে-খবর —ঐ: ৭৫ পৃঃ।

১৪। মিরযা কাদিয়ানী বলেছেন: প্লেগে আক্রান্ত জনপদের লোকদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া শরী'অতের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে আমি প্লেগে আক্রান্ত অঞ্চল-গুলোতে অবস্থিত আমার জামা'আতের সকল লোককে নিষেধ করছি তারা যেন নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে কাদিয়ান বা অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছা না করে, তারা অপরদেরকেও যেন বাধা দেয় এবং নিজেদের স্থান থেকে না নড়ে।

—লঙ্গরখানার ব্যবস্থা বিজ্ঞপ্তির টীকা : ১ পৃঃ।

এর বিপরীত তিনি অন্যত্র বলেছেন—আমি অবগত হতে পেরেছি যে, ভাইসরয় এ প্রস্তাব পসন্দ করেন যে, যখন কোন গ্রামে বা শহরের কোন মহল্লায় প্লেগের সৃষ্টি হয় তখন তার সুচিকিৎসা হচ্ছে প্লেগাক্রান্ত গ্রাম বা মহল্লার জনগণের তৎক্ষ-নাৎ নিজ নিজ বাসস্থান ছেড়ে দেওয়া, তারা বাইরে বন

প্রান্তরে এমন কোন ভূখণ্ডে বসবাস করবে যে স্থান প্লেগের প্রভাব থেকে মুক্ত। কাজেই আমার অন্তরের প্রত্যয় এই যে, প্রস্তাবটি খুবই ভাল। আমি জানি যে, হযরত নবী মোস্তফা সঃ বলেছেন, "কোন শহরে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিলে তার অধিবাসীদের অবিলম্বে শহর ছেড়ে দেওয়া উচিত, তা না হলে তারা খোদার সাথে সংগ্রামকারী বলে সাব্যস্ত হবে। আযাবের স্থান থেকে পলায়ন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক।" —রিভিউ কাদিয়ান—সমস্ত শিষ্যদের জন্য আম হেদায়ত : (৬) ৩৬৫ পৃঃ।

শেষোক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। মিরযাজী নির্দেশ দিচ্ছেন যে, প্লেগের স্থান ছেড়ে দাও এবং কোন সুরক্ষিত ভূখণ্ডে গিয়ে বসবাস কর। প্রথম বক্তব্যে তিনি বলেন, নিজেদের স্থান থেকে নড়বে না, আর দ্বিতীয় বক্তব্যে বলেন, শহর ছেড়ে দাও।

মিরযায়ী বন্ধুগণ। শেষোক্ত বক্তব্যে মিরযা সাহেবের উধৃত এই 'হাদীসটী' দেখবার জন্য আমরাও উদ্‌গ্রীব। খোঁজ করে (এই হাদীস কোথায় আছে) আমাদের বলুন।

পাঠক। শুধু নমুনা স্বরূপ মিরযা সাহেবের পরস্পর বিরোধী এই উক্তি কয়টী পেশ করলাম। তা নইলে মিরযা কাদিয়ানীর বর্ণনার আদ্যপ্রান্তই বিশৃংখল। গাজীখান নদীর ন্যায় জোয়ার উঠে, জনবসতি ও জনহীন প্রান্তর নির্বিশেষে বইতেই থাকে। আসলে তার মস্তিষ্ক এরূপ বিকারগ্রস্থ ছিল যে, তাতে স্মৃতিশক্তি ছিলনা। এর অধিক সাক্ষ্য প্রমাণ জানার আবশ্যকতা বোধ করলে মৎ প্রণীত প্রকাশিত পুস্তিকা 'মরাকে মিরযা' পড়ে দেখবেন।

Scanned with CamScanner

চট্টগ্রাম পশ্চিমপাড়া আহলে হাদীস
স্থাপিত-১২০৬
উং জেমনিরামপুর
রেজিঃ নং

তৃতীয় অধ্যায়

মিরযা সাহেবের মিথ্যাবাদিতা ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "ঐ লোকেরাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে বেড়ায় যারা আল্লার নিদর্শনগুলোকে বিশ্বাস করে না"
—(আল কোরআন)

আমাদের নায়ক (পাঞ্জাবী মসীহ্) মিরযা কাদিয়ানী সাহেবের পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যগুলোও পাঠক শুনলেন। এখন তাঁর ভ্রান্ত বক্তব্যগুলোও শুনুন :

১। মিরযা সাহেব বলেছেন ঃ ওগো আমার প্রিয়জন ! তোমরা এমন যুগ পেয়েছ যার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন পয়গম্বরগণ সবাই ; আর সেই ব্যক্তি (আমি মিরযা-প্রতিশ্রুত মসীহ্) কে তোমরা দেখতে পেলে যাকে দেখার জন্য পয়গম্বরদের অনেকেই অভিলাষ প্রকাশ করে ছিলেন। কাজেই তোমরা নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় কর আর নিজেদের পথ ঠিক করে নাও। —আরবাঈন ঃ ১২-১৩ পৃষ্ঠা

যে সকল পয়গম্বর মিরযা সাহেবের সন্দর্শন লাভ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের পবিত্র নামগুলো শোনার জন্য আমরাও উদগ্রীব। মিরযায়ী বন্ধুমহল তার বিবরণ দেবেন কি ?

২। মিরযাজী বলেছেন ঃ অপর একটী হাদীসও মসীহ্ ইব্‌ন মরিয়মের ওফাত হওয়া প্রমাণ করে। হাদীসটি হচ্ছে এই যে, হুজুর সঃ জিজ্ঞাসিত হলেন, কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে ? তিনি তখন বললেন, আজকের তারিখ থেকে শত বছর পর্য্যন্ত সময়ে সমগ্র মানব সমাজের উপর কিয়ামত আসবে।
—ইযালায়ে আওহাম ঃ ২৫২ পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

হুজুর সঃ এর যামানা থেকে শত বছর পর্যন্ত সময়ে কিয়ামত হবে এই মর্মের হাদীসটি আমরাও দেখতে চাচ্ছি। মিরযায়ী উম্মতের প্রবক্তারা হাদীসটির সন্ধান দিন. তা না হ'লে মশহুর হাদীস—'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার বাসস্থান নরকে খুঁজে নেয়' এর থেকে ভীত হন।

৩। মিরযা সাহেব বলেছেন: হাদীসের বর্ণনার উপর নির্ভর করতে হ'লে প্রথমে সে সব হাদীসের উপর আমল করা প্রয়োজন যে গুলো বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতায় অধিক অগ্রগণ্য। যেমন. সহীহ বুখারীর বর্ণিত ঐ সকল হাদীস যে গুলোতে আখেরী যামানার কোন কোন খলিফা সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে। বিশেষ ক'রে সেই খলিফা যার ব্যাপারে বুখারীতে লেখা রয়েছে যে, তাঁর জন্য আসমান থেকে আওয়াজ দিয়ে বলা হইবে: هذا خليفة الله المهدي 'ইনি আল্লাহ তা'আলার খলিফা মাহদী।' এখন ভেবে দেখ, এই হাদীসটি কোন্ পর্যায়ের ও কেমন মর্তবার যা আল্লার কিতাবের পর বিশুদ্ধতম কিতাবে (সহীহ বুখারীতে) সন্নিবেশিত রয়েছে।

—শাহাদাতুল কোরআন: ৪০ পৃষ্ঠা।

এই হাদীসটি বুখারী শরীফে নেই। মিরযা সাহেবের অনুসারীরা দেখিয়ে দিলে আমরা বাধিত হ'ব।

৪। মিরযাজী বলেছেন: নাসায়ী হযরত আবু হুরায়রা রাঃ কর্তৃক রসূলুল্লাহ সঃ থেকে দজ্জালের পরিচয় সম্পর্কিত এই হাদীস নকল করেছেন যে "আখেরী যামানায় একদল দাজ্জাল প্রকাশ লাভ করবে, তারা দ্বীনের বিনিময়ে দুনয়া হাসেল করবে, লোকদের সামনে তারা ছাগচর্ম পরিহিত হয়ে থাকবে, তাদের কথাগুলো মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি হবে এবং তাদের মন হবে মধুমক্ষিকার মন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি

আমার সাথে ধোকাবাজী করছে, না অমার উপর আত্মম্ভরিতা দেখাচ্ছে? —তোহফায়ে গোলড়িয়া : ৭৩ পৃষ্ঠা।

এই হাদীসটি "د" যোগে (দাজ্জাল আকারে) কোন হাদীস গ্রন্থে নাই বরং শব্দটি" ر" যোগে রিজালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

৫। মিরযা সাহেব বলেছেন: তফসীরে সানায়ীতে লিখা রয়েছে, আবূ হুরায়রা রা: কোরআনের জ্ঞানে অপরিপক্ক ছিলেন।

—বারাহীন: ২৩৪ পৃষ্ঠা।

তফসীরে সানায়ী দ্বারা যদি সেই তফসীরকে বুঝান হয়ে থাকে যার লেখক খাকসার আবুল ওয়াফা সানাউল্লাহ, তবে তা সর্বৈব মিথ্যা। আর তফসীরে সানায়ীর তাৎপর্য যদি কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী মরহূম প্রণীত 'তফসীরে মযহারী' হয়ে থাকে তা হলেও মিরযাজীর উক্তি মিছে কথা,—কারণ তাতেও মিরযাজী উক্ত বাক্য নেই। আহমদীরা দেখিয়ে দিতে পারলে কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী হবে।

৬। মিরযা সাহেব বলেছেন: হাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই যার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে সকল পয়গম্বরের যবানে, তারপর আল্লাহ তা'আলা তার পরিচয় বর্ধনের জন্য নবুওতের সিঁড়িতে এমন সব নিদর্শন প্রকাশ করেছেন যে, লাখ লাখ মানুষ সে গুলোর সাক্ষী। —ফাতাওয়া আহমদীয়া: (১) ৫১ পৃ:।

সকল পয়গম্বর কী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন তা আমরাও দেখার অভিলাষী।

৭। মিরযা সাহেব বলেছেন: কালামে-এলাহীর যে সব জায়গায় আমার সম্পর্কে নবী ও রসূল শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে রূপক; কারণ যে ব্যক্তি সরাসরি ওয়াহী প্রাপ্ত হন তার সাথে সন্দেহাতীত ভাবে খোদা তা'আলা বাক্যালাপ করে থাকেন, যেমন নবীদের সাথে তিনি করেছেন, এমন ব্যক্তি

বেলায় রসূল অথবা নবী শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত নয়; বরং এ হচ্ছে খুব বিশুদ্ধ রূপক ভাষা। এই কারণেই সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইঞ্জীল, দানিয়াল এবং অন্যান্য নবীগণের গ্রন্থাবলীতেও যেখানে যেখানে আমার উল্লেখ রয়েছে সেখানে আমার সম্পর্কে 'নবী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন পয়গাম্বরের কেতাবে আমার সম্পর্কে রূপক ভাবে 'ফেরেশতা' শব্দও এসে গেছে। দানিয়াল নবী তার কেতাবে আমার নাম রেখেছেন মীকাঈল—হিব্রু ভাষায় এর মানে 'খোদার মতই! —আরবাঈন এর টিকা : ২৫ পৃঃ।

৮। মিরযাজী বলেছেন :

رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ مِنَ اللهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنِّي هُوَ-

"আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমিই আল্লাহ। আমি বিশ্বাস করে নিলাম যে, আমিই তিনি।" —আয়েনায়ে কামালাত : ৫৬৪ পৃঃ।

৯। মিরযা কাদিয়ানী বলেছেন : আমার খোদা ঠিক শতাব্দীর মাথায় আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। আমাকে সত্য মানার জন্য যে পরিমাণ প্রমাণাদির প্রয়োজন ছিল সে সব প্রমাণ তিনি তোমাদের জন্য স্থির করে দিয়েছেন, আসমান থেকে নিয়ে যমীন পর্যন্ত আমার জন্য নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং সমস্ত পয়গাম্বর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমার সংবাদ দিয়েছেন। —তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতায়ন : ৬২ পৃঃ।

১০। মিরযা সাহেব বলেছেন : খোদা কাদিয়ানে নাযিল হবেন। —আলবুশ্রা : ৫৬ পৃঃ।

১১। মিরযাজী বলেছেন : "আমার যুগে ফেরেশতা ও শয়তানের শেষ যুদ্ধ। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা এমন নিদর্শন দেখাবেন যা তিনি কখনও দেখাননি। যেন খোদা নিজেই

Scanned with CamScanner

যমীনে নেমে আসবেন, যেমন তিনি বলেছেন, সে দিন তোমার খোদা মেঘের মধ্য দিয়ে আসবেন।" অর্থাৎ যমীনের আকৃতিতে তিনি স্বীয় মহা মহীয়ান সত্তা প্রকাশ করবেন এবং স্বীয় চেহারা দেখাবেন। —হাকীকাতুল ওয়াহী: ১৫৪ পৃঃ।

পাঠক! এ শুধু নমুনা, তা না হলে মিরযা সাহেবের মিথ্যাবাদীতার বিবরণ অগণিত।

চতুর্থ অধ্যায়

মিরযা সাহেবের নিদর্শন

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয় উল্লেখ করা হবে সেগুলোকে মিরযা কাদিয়ানী সাহেব তাঁর সত্যতার কষ্টিপাথর বাংলিয়ে দেশের সাধারণ্যে প্রচলিত উর্দূ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। আমরা সে গুলোর হুবহু [বাংলা অনুবাদ] পাঠকদের সমক্ষে তুলে ধরছি।

১। মিরযা সাহেব বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি সেই প্রভু পরওয়ারদিগার যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়ত ও দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে করে তাঁর দীন অপর সকল দীনের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" এই আয়ত দৈহিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়ে হযরত মসীহ আঃ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে দীনে ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে সে বিজয় মসীহ আঃ-র মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে। যখন মসীহ আঃ পুনর্বার এ জগতে তশরীফ আনবেন তখন তাঁর হাতে দীনে ইসলাম দিকে দিকে প্রসার লাভ করবে।

—বারাহীনে আহমদীয়া: ৪র্থ খণ্ড, ৪৯৮-৪৯৯ পৃষ্ঠা।

২। মিরযা সাহেব বলেছেন: যেহেতু হযরত নবী মোস্তফা

Scanned with CamScanner

সঃ-র নবুওতের যামানা কিয়ামত কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তিনি খা'তিমূল আম্বিয়া, কাজেই খোদা এটা চান নি যে, হুযুর সঃ-র যুগেই এক জাতীয়তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করুক, কেননা এটা তাঁর যামানার শেষ প্রান্তে ঘটিত হওয়ার নিদর্শন বহন করছিল —অর্থাৎ সন্দেহ হচ্ছিল যে, তাঁর যামানা তখন পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে, কেননা তাঁর শেষ কাজ যা ছিল তা তখনই পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ জন্যই সমগ্র জাতিপুঞ্জের এক জাতি রূপে গড়ে উঠার এবং সকলের এক মযহাবের অনুসারী হওয়ার এই কাজ সম্পন্ন হওয়া খোদা তা'আলা মোহাম্মদী যামানার শেষ প্রান্তে রেখেছেন যা কিয়ামত কালের নিকট-বর্ত্তী। এর পূর্ণতার জন্য এই উম্মতের মধ্য থেকে (আল্লাহ) এক প্রতিনিধি ঠিক করলেন যিনি মসীহে মওউদ নামে পরি-চিত, তাঁর নামই খাতিমূল খুলাফা। মোহাম্মদী যামানার গোড়ায় হচ্ছেন নবী মোস্তফা সঃ আর তার শেষ প্রান্তে হচ্ছেন মসীহে মওউদ। যতক্ষণ পর্যন্ত মসীহে মওউদ জন্ম গ্রহণ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার এই অবস্থা অবিচ্ছিন্ন থাকার দরকার, কারণ জাতীয় ঐক্যের খেদমত নবুওতের সেই প্রতি-নিধির যুগের সাথে বিজড়িত করা হয়েছে। আয়তে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সেই খোদা যিনি তাঁর রসূলকে একটি পূর্ণ হিদায়ত ও সঠিক দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে করে তাঁর দীন অপর সকল দীনের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মানে জগত জোড়া এক বিজয় তাঁকে দেন আর যেহেতু সেই বিশ্ববিজয় হুযুর সঃ র যুগে প্রকাশ লাভ করে নি আর এও সম্ভব নয় যে, আল্লার ভবিষ্যৎবাণীর ব্যতিক্রম হতে পারে, কাজেই এ আয়ত সম্পর্কে পূর্ববর্ত্তী বিদ্বানগণ মতৈক্যে পৌঁচেছেন যে, এই বিশ্ব বিজয় প্রতিশ্রুত মসীহ এর যুগে প্রকাশ পাবে। —চশমায়ে মারেফাত : ৮৩ পৃঃ।

Scanned with CamScanner

পাঠক। বিশ্বের সমগ্র জাতি প্রতিশ্রুত মসীহ এর দাবীদারের (মির্যা গোলাম আহমদের) সময়ে এক জাতিতে পরিণত হয়েছে কি? ন্যায়নিষ্ঠ পাঠকের হাতে এর মীমাংসার ভার থাকলো।

৩। মির্যা সাহেব বলেছেন: মনে রাখতে হবে যে, এই যামানা সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ এর বর্ণনা প্রসংগে হুযুর (সঃ) এ সংবাদও দিয়েছেন যে, "মসীহ মওউদের যুগে উটে চড়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাতে আরোহণ করে কেউ তাকে তাড়া করবে না" (মুসলিম)। এটা রেল গাড়ীর দিকে ইঙ্গিত ছিল—রেল গাড়ীর প্রচলন হলে উটের প্রয়োজন থাকবে না। উটের উল্লেখ এ জন্য করেছেন যে, আরবের বাহনগুলোর মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ হচ্ছে উট যাতে তারা তাদের ছোট খাট ঘরের সকল আসবাব পত্র নিয়েও সওয়ার হতে পারত। বড়টির উল্লেখ করা হলে ছোট গুলোও তার মধ্যে এসে যায়। এর আসল তাৎপর্য ছিল এই যে, সে যুগে এমন বাহন প্রকাশ পাবে যা উটের উপরও প্রাধান্য লাভ করবে। যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, রেলের প্রচলন হলে পরে উট দ্বারা যে কাজ হতো তার প্রায় সমস্ত কাজই রেল দ্বারা করা হচ্ছে। এর চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আর কি হতে পারে? কোরআন শরীফ সে যুগের সংবাদ দিয়ে বলেছে: 'যখন (আখেরী যামানায়) উট অকর্মণ্য হয়ে যাবে'—এটাও স্পষ্টই রেলের প্রতি ইঙ্গিত। উক্ত হাদীস এবং আয়ত একই সংবাদ দিচ্ছে, যেহেতু হাদীসে স্পষ্টতঃ মসীহ মওউদ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, কাজেই সন্দেহাতীত ভাবে এই সিদ্ধান্তই হবে যে, এই আয়াতটিও মসীহে মওউদের যামানার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং মোটামুটি মসীহে মওউদের দিকেই ইঙ্গিত করেছে। সূর্য্যের ন্যায় চমকদার নিদর্শন গুলো বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও লোকেরা এই ভবিষ্যদ্বাণী

Scanned with CamScanner

সম্পর্কে সন্দেহ করছে। —শাহাদাতুল কুরআন : ১৩ পৃষ্ঠা।

৪। মিরযা সাহেব বলেছেন : আসমানও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে, যমীনও আমার সাক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করেনি। আমি সেই ব্যক্তি যার সময়ে উট অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে। "যখন উট অকর্মণ্য হয়ে যাবে"—এই আয়তের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং "উটের বাহন বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাতে আরোহণ করে কেউ তাকে তাড়া করবে না"—এই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্ট ভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে : এমন কি আরব ও আজমের পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকরা তাদের কাগজে আওয়াজ তুলেছেন যে, মক্কা মদীনার পথে যে রেলপথ তৈয়ার হয়েছে, এও সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যক্ষ ফল যা কোরআন ও হাদীসের ভাষায় উপরোক্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মসীহে মওউদের যুগের এটাই নিদর্শন। —এ'জাযে আহমদী : ২ পৃষ্ঠা।

আহমদী বন্ধুগণ! মিরযা সাহেবের জীবদ্দশায় অথবা তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কি মক্কা মদীনার মধ্যে রেলের প্রচলন হয়েছে? রাজপুতানা, বেলুচিস্তান, মারোয়াড়, সিন্ধু, আরব, মিসর, সুদান প্রভৃতি রাষ্ট্রে কি উট অকর্মণ্য ও কাজের অযোগ্য হয়ে গেছে? মীমাংসার ভার আপনাদের হাতেই রইল।

৫। মিরযা সাহেব বলেছেন : হাদীস থেকে শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে যে, মসীহে মওউদ তাঁর দাবীর পর চল্লিশ বছর দুনয়াতে থাকবেন। —তোহফায়ে গুলোড়িয়া : ১২৭ পৃঃ।

৬। মিরযা সাহেব বলেছেন : লতীফা —কয়েকদিনের কথা অধীন লক্ষ্য করেছে যে, "নিদর্শনাদি দু'শ (বছর) এর পর" এ হাদীসটির উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর

Scanned with CamScanner

শেষের দিকে মসীহে মওউদ আত্মপ্রকাশ করবেন। এ হাদীস দ্বারা যা বুঝান হয়েছে তার ভিতর এ অধীনও রয়েছে। স্বর্গীয় প্রেরণায় আমাকে নিম্নবর্ণিত নামের আক্ষরিক মানের দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, দেখ, এই মসীহের ত্রয়োদশ শতকের পূর্ণতায় আত্মপ্রকাশ করার কথা ছিল। প্রথম থেকেই আমি এ তারিখটি নামের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলাম। সে নামটী হচ্ছে "গোলাম আহমদ কাদিয়ানী" এর আক্ষরিক মান হচ্ছে (আবজাদের হিসাবে) পূর্ণ তেরশ' বছর। এই কাদিয়ান জনপদে এ অধীন ছাড়া 'গোলাম আহমদ' নামক আর কেউ নেই। বরং আমার মনে উদ্রিক্ত হয়েছে যে, এ সময় এ অধীন ছাড়া গোটা বিশ্বে—'গোলাম আহমদ কাদীয়ানী' আর কারো নাম নেই।

—ইযালায়ে আওহাম : ১৮৫ - ১৮৬ পৃষ্ঠা।

এই উক্তি অনুসারে তেরশ' হিজরী হচ্ছে মিরযা সাহেব প্রেরিত হওয়ার যামানা। তাঁর মৃত্যু হচ্ছে ১৩২৬ হিজরী, মুতাবিক ২৬শে মে, ১৯০৮ ইং। হিসাব করুন, দাবীর পর তিনি ২৬ বছর বেঁচে ছিলেন।

৭। মিরযা সাহেব বলেছেন : তারপর এই প্রতিশ্রুত মসীহ এর শেষকাল ১৩৩৫ বছর বলে দানিয়াল (তাঁর গ্রন্থে) লিখেছেন যা খোদা তা'আলার সেই নিদর্শনেরই মত। আমার বয়স সম্বন্ধে এটাই তিনি লিখেছেন।—হাকীকাতুল ওয়াহী : ২০০ পৃঃ।

৮। মিরযাজী বলেছেন : দানিয়াল নবী বলেন, এই শেষ নবীর (মুহাম্মদ সঃ-র) আত্মপ্রকাশ থেকে যখন ১২৯০ বছর অতিবাহিত হবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহ প্রকাশিত হবেন। তিনি ১৩৩৫ হিজরী পর্যন্ত তাঁর নাম জারী রাখবেন, অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর ৩৫ বছর যথা নিয়মে কাজ করবেন। এখন দেখ, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে কেমন সুস্পষ্টভাবে মসীহে মওউদের যামানা

Scanned with CamScanner

চতুর্দ্দশ শতাব্দী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখন বল দেখি, এটা অস্বীকার করা কি ঈমানদারীর পরিচায়ক ?

—তে'হুফায়ে গুলোড়িয়ার টীকাঃ ১১৬ পৃঃ।

মিরযা সাহেব ১৩২৬ হিজরী সালে মৃত্যু বরণ করেছেন। আহমদী বন্ধুগণ! ২৬ আর ৩৫ এর মধ্যে ৯ বছরের ব্যবধান। এত তাড়াহুড়া করে তিনি চলে গেলেন কেন ? তোমরা কি তাঁকে আরও নয় বছর বেঁচে থাকতে নিবেদন করনি ?

آئے ہی کہتے ہو جانا جانا ۔

ایسا جانا تھا تو جاناں تمہیں کیا تھا آنا ۔

"এসেই বল, যাব আর যাব: এমনি করে যাওয়াই যদি তোমার মতলব ছিল তবে এসেছিলে কেন ?"

৯। মিরযা সাহেব বলেছেনঃ হজরত নবী মোস্তফা সঃ আগমনকারী মসীহকে তাঁর উম্মতের ব্যক্তি বিশেষ বলে সাব্যস্ত করেছেন। —ইযালায়ে আওহামঃ ৪০৯ পৃঃ।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মসীহে মওউদ হজ্ব করবেন। মিরযা সাহেব এটা মেনে নিচ্ছেন।

১০। মিরযা সাহেব বলেছেনঃ আসলে তখনই আমার হজ্ব করার উপযুক্ত সময় যখন দাজ্জাল কুফর ও বিভ্রান্ত ছেড়ে দিয়ে ঈমান ও ইখলাসের সাথে কা'বা শরীফের আশে পাশে ঘুরা ফিরা করবে। যেমন মুসলীম শরীফের এক হাদীস থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, নবী সঃ দেখলেন একই সময় দাজ্জাল এবং মসীহে মওউদ কা'বা শরীফ তওয়াফ করছেন।

—ফারেসী ইমামুস সলফ : ১৩ পৃঃ।

অর্থাৎ : মসীহে মওউদ (মিরযা) দজ্জাল (খৃষ্টান জাতি) কে মুসলমান বানিয়ে তাদের সাথে নিয়ে হজ্ব করবে।

মিরযা সাহেব হজ্ব করেন নি। অথচ মসীহে মওউদের হজ্ব

Scanned with CamScanner

করা অবশ্যম্ভাবী—যেমন মিরযাজী নিজেই স্বীকার করেছেন।

১১। মিরযা সাহেব বলেছেন : আসল ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ সেই নারীর এই অধীন (মিরযা) এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য যা কিছুতেই ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না; কারণ আল্লার ইলহামে (বাণীতে) এই বাক্যাংশ لا تبديل لكلمات الله রয়েছে যার মানে হচ্ছে "আল্লার কথা অটল, এর পরিবর্তন নেই।" যদি পরিবর্তন হয় তবে খোদা তা'আলার কালাম বাতেল হয়ে যায়। —তবলীগে রেসালাত : (৩) ১১৫ পৃঃ।

মিরযা সাহেব মিরযা আহমদ বেগ হোশিয়ারপুরীর কন্যা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আমার সাথে তার আসমানেই বিয়ে হয়ে গেছে। এই সম্পর্কেই তিনি বলছেন, "আসমানের বিবাহিতা কন্যা আমার পরিণয়ে অবশ্যই আসবে।"

—হাকীকাতুল ওহী : ১৩২ পৃঃ।

আহমদী বন্ধুগণ! এ নিদর্শনটী কি পূর্ণ হয়েছে? আমরা তোমাদের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যাগুলো শুনবো না। মিরযা সাহেব বলছেন, বিবাহ টলে গেলে খোদার কালাম বাতেল হয়ে যাবে। খোদার কালামকে বাতেল বলা কুফর, এখন তোমাদের মর্যী।

১২। মিরযা সাহেব বলেছেন : এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার জনাব রসূলুল্লাহ সঃও আগে থেকে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, يتزوج ويولد له অর্থাৎ মসীহে মওউদ স্ত্রী গ্রহণ করবেন এবং তাঁর সন্তান সন্ততিও হবে। এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে সাধারণ বিবাহ ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়—কারণ সাধারণতঃ বিবাহ সকলেই করে আর সন্তান-সন্ততিও হয়; তাতে চমৎকারিত্ব কিছুই নেই। বরং বিবাহের তাৎপর্য্য হচ্ছে সেই বিশেষ বিবাহ যা নিদর্শন হিসাবে হবে। সন্তান-সন্ততির

Scanned with CamScanner

তাৎপর্য্য হচ্ছে সেই বিশেষ সন্তান-সন্ততি যার সম্পর্কে অধীনের ভবিষ্যদ্বাণী মওজুদ রয়েছে। যেন রসূলুল্লাহ সঃ এখানে সেই সকল অন্ধহৃদয় নাফরমানকে তাদের সন্দেহের জওয়াব দিচ্ছেন এবং বলছেন, এসব পূর্ণ হবেই।

—যমীমা আনজামে আতহমের টীকা : ৫৩ পৃঃ।

ঈমানদারীর সাথে বল দেখি, সত্যই কি এরূপ হয়েছে? কোন কোন কাদিয়ানী তার্কিক বলে থাকে, বিবাহ তখন হ'ত যখন বিবাহিতার স্বামী পট্টির অধিবাসী মিরযা সুলতান মোহাম্মদ মৃত্যু বরণ করতেন। যখন তিনি মিরযা সাহেবের জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করলেন না তখন বিবাহ কেমন করে হবে? এর জওয়াবও মিরযা সাহেবের বাণীতেই মওজুদ রয়েছে।

১৩। মিরযা সাহেব বলেছেন : আমি বার বার বলছি যে, মিরযা (আহমদ বেগ) এর জামাতা (সুলতান মোহাম্মদ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যম্ভাবী। উহার অপেক্ষা করো। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে না, আর আমার মৃত্যু এসে যাবে। —আনজানে আতহমের টীকা : ৩১ পৃঃ।

মিরযা সুলতান মোহাম্মদ এখনও (এই পুস্তিকা প্রণয়ন কালেও) জীবিত আছেন। (আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।)

১৪। মিরযা সাহেব বলেছেন : আমি যে কাজের জন্য এই মাঠে নেমেছি তা হচ্ছে এই যে, আমি ঈসাপরস্তীর মূলোৎপাটন করবো এবং ত্রিত্ববাদের স্থলে একত্ববাদের প্রসার ঘটাবো। আমি হুজুর সঃ-র মর্য্যাদা, মহত্ব ও শান পৃথিবীতে প্রকাশ করবো। যদি কোটি কোটি নিদর্শনও আমা থেকে প্রকাশ পায় আর এই আসল উদ্দেশ্য সফল না হয়, তবে আমি মিথ্যাবাদী। দুনয়া আমার সাথে কেন দুশমনি করছে? আমি যদি ইসলামের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এমন কাজ করে দেখাই যা মসীহে মওউদ ও প্রতিশ্রুত

Scanned with CamScanner

মাহদীর করণীয় ছিল, তাহলে আমি সত্যবাদী, আর যদি কিছু না হ'ল এবং আমি মরে গেলাম তাহলে সবাই সাক্ষী থাক, আমি মিথ্যাবাদী। ইতি ওয়াসসালাম।—গোলাম আহমদ।

—আখবারে বদর : ১৯শে জুলাই, ১৯০৬ ইং : ৪র্থ পৃষ্ঠা।

১৫। মিরযা সাহেব বলেছেন : মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে এ উদ্দেশ্যেই দামেশকের উল্লেখ করা হয়েছে যে, ত্রিত্ববাদের বীজ যখন দামেশক থেকে শুরু হয়েছে আর মসীহে মওউদের আগমন এজন্য যে, ত্রিত্ববাদের আকীদার বিলোপ ঘটিয়ে এক খোদার মহত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। —ইশতেহারে চান্দাঁ মিনারাতুল মসীহ : .....পৃষ্ঠা।

১৬। মিরযাজী বলেছেনে : (হুজুর সঃ) মসীহে মওউদের আগমনের খবর দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, তিনি ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন। —শাহাদাতুল কোরআন : ১২ পৃষ্ঠা।

আহমদী বন্ধুগণ! মসীহে মওউদ এলেন, আবার চলেও গেলেন। অথচ ত্রিত্ববাদ ও খৃষ্টধর্ম্ম ধ্বংসের স্থলে ক্রমোন্নতিই করে চলছে।

১৭। মিরযা সাহেব লিখেছেন : (মৌলভী সানাউল্লাহ সাহেবের সাথে চরম মীমাংসা :) করুণানিধান দয়াময় আল্লার নামে। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর মহান রসূলের উপর দরূদ পাঠ করছি। "আপনার কাছে তারা জানতে চাবে, ওটা কি ঠিক? আপনি বলুন, আমার প্রভু-পরওয়ার-দিগারের কসম, ওটা অবশ্যই ঠিক।" মৌলভী সানাউল্লাহ সাহেবের সমীপে। আপনাদের যারা হেদায়েতের অনুসারী তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অনেক দিন থেকে আপনার "আহলে হাদীস" পত্রিকায় আমাকে মিথ্যুক ও ফাসিক বলার সিল্‌সিলা জারী রয়েছে। আপনি আপনার সেই পত্রিকায় সর্বদাই আমাকে

Scanned with CamScanner

মরদুদ ও দজ্জাল, মুফছিদ (প্রভৃতি) নামের সাথে সম্পর্কিত করছেন। আমার সম্বন্ধে আপনি দুনয়াময় প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে, এই লোকটি প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও দজ্জাল আর তার "প্রতিশ্রুত মসীহ" হওয়ার দাবী প্রবঞ্চনামাত্র। আমি আপনার আচরণে খুব ক্লেশ ভোগ করেও সবর করে আসছি। কিন্তু যেহেতু আমি দেখছি যে, আমি সত্য প্রসারের জন্য আদিষ্ট, আর আপনি আমার উপর প্রবঞ্চনার দোষারোপ করে জগতকে আমা থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন; আপনি এমন সব গালি, অপবাদ ও বাক্যদ্বারা আমার উল্লেখ করছেন যেগুলো থেকে অধিক শক্ত কথা আর কিছু হতে পারে না, যদি আমি এরূপ মিথ্যুক ও প্রবঞ্চক হয়ে থাকি, যেমন অধিকাংশ সময় আপনি আপনার কাগজে লিখছেন; তাহলে আমি আপনার জীবদ্দশাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবো। কারণ আমি জানি যে মুফসিদ ও মিথ্যাবাদীর ধর্মজীবন খুব দীর্ঘ হয় না। পরিণামে সে অপমানিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে তার দুশমনদের জীবদ্দশাতেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। তার ধ্বংস হওয়াই মঙ্গল-জনক। যাতে করে সে খোদার বান্দাদেরে ধ্বংস করতে না পারে। পক্ষান্তরে যদি আমি মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক না হয়ে থাকি, আল্লার বাক্য ও উদ্দেশ্যাবলীর দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়ে থাকি এবং প্রতিশ্রুত মসীহ হয়ে থাকি; তা হলে আমি খোদানুগ্রহে আশা করি যে আল্লার চিরাচরিত নিয়মানুসারে আপনি মিথ্যুকদের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবেন না, সুতরাং প্লেগ, কলেরা, প্রভৃতি যার উপর মানুষের কোন হাত নেই, তা যদি আমার জীবদ্দশায় আপনার উপর আপতিত না হয়েছে তাহলে আমি খোদার তরফ থেকে নই, আমার একথা ইলহাম বা ওয়াহী ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং শুধুমাত্র দো'আ হিসাবে

আমি খোদার নিকট ফয়সালা চেয়েছি। আমি খোদার দরবারে দো'আ করছি, হে আমার মালিক, সর্বস্রষ্টা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বাবিদিত! যিনি আমার মনের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফ-হাল। 'প্রতিশ্রুত মসীহ' হওয়ার এই দাবী যদি আমার নিজের প্রবঞ্চনা হয়ে থাকে, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে মুফ-সিদ ও মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি আর প্রবঞ্চনা করাই যদি নিশি দিনের কাজ হয়ে থাকে; তাহলে হে আমার প্রিয় মালিক! আমি তোমার দরবারে বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, মৌলভী সানাউল্লাহ সাহেবের জীবদ্দশায় আমাকে ধ্বংস কর এবং আমার মৃত্যু দ্বারা তাকে ও তার দলকে খুশী কর! আমীন! কিন্তু হে আমার কামিল ও সাদিক খোদা! যদি মৌলবী সানাউল্লাহ আমার উপর আরোপিত অপবাদগুলাতে ন্যায়পন্থী না হয়ে থাকে তাহলে আমি তোমার দরবারে বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, আমার জীবদ্দশায়ই তাকে নিশ্চিহ্ন কর! মানুষের হাতে নয়—বরং প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক পীড়ায় তাকে হালাক কর। এর ব্যতিক্রম শুধু তখনই হতে পারে যখন তিনি প্রকাশ্যে আমার সামনে অথবা আমার জামাতের লোকদের সামনে সে সব গালি ও অশোভনোক্তি থেকে "তওবা" করেন যেগুলোকে তিনি তার অবশ্য কর্তব্য মনে করে সর্ব্বদা আমাকে দুঃখ দিয়েছেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন॥ আমি তার হাতে বহু নির্যাতিত হয়েছি ও ধৈর্য্য ধরে আসছি। কিন্তু এখন আমি বলছি, তার অশোভনোক্তি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি আমাকে সে সব চোর ডাকাত থেকেও অধিকতর মন্দ জানেন যাদের অস্তিত্ব জগতের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। তিনি তার এসব অপবাদ ও অশোভনোক্তিতে আল্লার বাণী—তুমি ঐ বস্তুর পেছনে পড়ো

না যে সম্পর্কে তোমার কোন জানা নাই"। এরাও তোয়াক্ক করেন নি। নিখিল বিশ্বে আমাকে সর্বাধিক মন্দ মনে করে তিনি দূর দূরান্তরের দেশগুলোতেও আমার সম্বন্ধে এই কথা প্রচার করে চলেছেন যে, এই লোকটি আসলে মুফসিদ, ঠগ, দোকানদার, মিথ্যুক ও চূড়ান্ত দুষ্ট। কাজেই যদি এসব বাক্য হক অন্বেষণকারীদের উপর অপপ্রভাব বিস্তার না করতো তাহলে এ অপবাদগুলো আমি বরদাশত করতাম। কিন্তু আমি দেখছি, মৌলভী সানাউল্লাহ এসব অপবাদের মাধ্যমেই আমার শিক্ষা ধারাকে স্তব্ধ করতে চাচ্ছেন এবং ঐ ইমারত ধূলিসাৎ করতে চাচ্ছেন যা তুমি, হে! আমার প্রভু-হে আমার প্রেরণ-কারী! তোমার নিজ হাতে স্থাপন করেছ। অতএব আমি তোমারই পবিত্রতা ও অনুগ্রহের আঁচল ধরে তোমারই দরবারে বিনয় নিবেদন করছি, আমার ও সানাউল্লাহর মাঝে সত্য ফয়সালা করে দাও—তোমার দৃষ্টিতে যে সত্যিকারের মুফসিদ ও মিথ্যুক তাকে (এতদোভয়ের মধ্যে যে) সত্যবাদী (সেই) ব্যক্তির জীবদ্দশায়েই উঠিয়ে নাও অথবা অন্য কোন শক্ত বিপদে আক্রান্ত কর যা মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত। হে আমার প্রিয় মালিক! তুমি এরূপই কর! আমিন! সুম্মা আমীন॥

সর্বশেষে মৌলভী সাহেবের নিকট আরয, তিনি আমার এ লেখাটা তার কাগজে ছেপে দিন আর তার নীচে তার যা খুশী মন্তব্য লিখুন। এখন মীমাংসার ভার খোদার হাতে থাকলো। লেখক: আবদুল্লাহিস্ সামাদ মিরযা গোলাম আহমদ মসীহে মওউদ আফাহুল্লাহু ওয়া আইয়্যাহুদাহু ১লা..... রবীউল আওয়াল ১৩২৫ হিজরী, ১৫ই এপ্রিল, ১৯০৭ ইং।

এই নিবন্ধের উপর ইন'আমি "খুবাহেসা নুধানা" বনাম "ফাতেহে কাদিয়ান এবং ফয়সানেয়ে মিরযা পুস্তিকাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

মিরযা সাহেবের চরিত্র

চরিত্রের সৌন্দর্য্য প্রতিটি ব্যক্তির—বিশেষ করে প্রত্যেক সংস্কারকের জন্য আবশ্যক। পয়গাম্বরগণ যেহেতু দুনয়ার সব লোকের পথপ্রদর্শক ও আদর্শ হয়ে থাকেন, কাজেই তাঁদের চরিত্র মহিমাও উচ্চ ধরণের হয়ে থাকে। ইসলামের নবী হযরত রসূলে মকবুল (দঃ) এর শানে পরিষ্কার বলা হয়েছে: "আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।" (২৯ পারা—সূরা কলম: ৪ আয়াতে)

আমাদের পুস্তিকার নায়ক (জনাব মিরযা গোলাম আহমদ সাহেবের কাদিয়ানী) এর দাবী হচ্ছে যে, তিনি দ্বিতীয় মোহাম্মদ। * কাজেই তার চরিত্র উচ্চমানের হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা মিরযা সাহেবকে পাচ্ছি খুব নিম্নমানের চরিত্রের অধিকারী। (এই পুস্তক প্রণয়নের) নীতি হিসেবে আমরা নিজের তরফ থেকে (এ সম্পর্কে) কিছু বলতে চাচ্ছি না, বরং মিরযা সাহেবের ভাষাতেই তার চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন করে দিচ্ছি। পাঠক মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি বর্ণনায় চরিতকারদের মত-ভেদ রয়েছে। কোরআনে বিশ্বাসী মুসলমানের মতে সঠিক মাপকাঠি হচ্ছে তাই যা কোরআন ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে:

"(ওগো রসূল!) আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন সর্বোত্তম কথা বলতে অভ্যস্ত হয়। অবশ্য শয়তান সর্বদা তোমাদের মধ্যে সংগ্রামের উসকানী দেয়; বস্তুতঃ শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (১৫পারা: ৬ রুকু)

চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের পরিচয় যা বুঝা যাচ্ছে তা স্পষ্ট এমন কি

---

* তিরয়াকুল্ কুলূব—১০১ পৃষ্ঠা—

Scanned with CamScanner

স্পষ্টতর। মিরযা সাহেব যেহেতু ইসলামে বিশ্বাসী এবং মোহাম্মদী নবুওতের হঠাৎ দাবীদার সেজেছিলেন, কাজেই সেই মাপকাঠিতে তার চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের পরখ করা উচিত। সবাই জানেন যে, কোন মানুষের বৈধ সন্তান বা অবৈধ সন্তান হওয়া তখন থেকেই সাব্যস্ত হয় যখন তার অস্তিত্বের ভিত্তি তার মাতৃগর্ভে বীর্য্যাকারে স্থাপিত হয়। তা যদি শরীঅত সম্মত হয় তাহলে সে (হালালযাদা) বৈধ সন্তান, অন্যথায় হারামযাদা হয়, কিন্তু মিরযা সাহেবের চরিত্র হচ্ছে এই যে, যে তাকে মানবে সে হালালযাদা, আর যে তাকে না মানবে সে হারামযাদা।

১। মিরযা সাহেব বলেছেন: বারবণিতা নারীদের সন্তান অর্থাৎ হারামযাদা ছাড়া সব মুসলমান আমাকে কবুল করে ও আমার দাওয়াতকে স্বীকার করে নেয়।

—আয়েনায়ে কামালাত: ৫৪৭ পৃঃ।

এ'তে করে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, অমান্যকারীদের মায়েরা ব্যভিচারিণী আর তারা ব্যভিচার জাত অবৈধ সন্তান (হারামযাদা)।

এই চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়েও আমাদের মনে এক প্রশ্নের উদয় হচ্ছে, মিরযা সাহেবের অনুসারীরা তা ভেবে দেখবেন। মনে করুন, একব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মিরযা সাহেবের বিরোধী থাকলো; এই দীর্ঘ সময় সে হারামযাদা থেকেই গেল। অতঃপর আমূল পরিবর্তন এল এবং সে অবিশ্বাসীর পরিবর্তে বিশ্বাসী হয়ে গেল, এই অবস্থায় তখন কি সে হালালযাদা হয়ে যাবে?

পক্ষান্তরে একব্যক্তি দীর্ঘদিন বিশ্বাসী থাকলো, অবশেষে তওবা করে অবিশ্বাসী হয়ে গেল (যেমন হচ্ছে), তাহলে সে কি তখন হালালযাদা থেকে হারামযাদায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে? আহমদী বিদ্বানগণ বলুন এবং পারিতোষিক নিন।

Scanned with CamScanner

লুধানায় এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম মৌলভী সা'আহুল্লাহ নও মুসলিম। তিনি পরিবার আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ ক'রে ইলমে দীন শিখেন এবং সারা জীবন তওহীদ ও সুন্নতের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন ও প্রচারণায় কাটিয়ে দেন। তবে তিনি মিরযা সাহেবের মুনকির ছিলেন। মিরযা সাহেব তাঁর উপরোক্ত মূল-নীতি অনুসারে সা'আহুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন:—

آذَيْتَنِيْ خُبْثًا فَلَسْتُ بِصَادِقٍ اِنْ لَّمْ تَمُتْ بِالْخِزْيِ

يَا ابْنَ بِغَاءِ

অর্থাৎ—হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! তুমি আমায় খুব দুঃখ দিয়েছ, তুমি যদি অপমানিত হয়ে না মরছ, তাহলে আমি সত্যবাদী নই। উপসংহার: হাকীকাতুল ওয়াহী: ১৫পৃ:।

১৮৯৫ সালে খৃষ্টান ধর্মযাজক আতহুম সম্পর্কে মিরযা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়ে গেলে বিরোধীদের প্রচারের প্রতিবাদে মিরযা সাহেব বলেন:—

৩। যে ব্যক্তি দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে বার বার বলবে যে, আতহুম যাজক জীবিত থাকায় মিরযা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল সাব্যস্ত হয়েছে এবং খৃষ্টানদের জয় হয়েছে আর লজ্জা শরমের ধার ধারবে না, এ ছাড়া ন্যায়সঙ্গতভাবে আমাদের ফয়সালার জওয়াব না দিয়ে ইনকার ও যবানদরাযী থেকে বিরত থাকবে না এবং আমাদের বিজয়ের স্বীকৃতি দিবে না সেই অবস্থায় পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, তার অবৈধ সন্তান বনে যাওয়ার (হারামযাদা হওয়ার) সাধ আছে এবং সে হালাল যাদা (বৈধ সন্তান) নয়। সুতরাং হালালযাদা হওয়ার জন্য

Scanned with CamScanner

অপরিহার্য্য এই ছিল যে, যদি সে আমাকে মিথ্যুক জানে ও খৃষ্টানদের বিজয়ী সাব্যস্ত করে, তাহলে আমার ঐ হুজ্জতকে কার্যকরীভাবে খণ্ডন করে যা আমি পেশ করেছি; তা না হলে হারামযাদা হওয়ার জন্য এই লক্ষণই যথেষ্ট যে, সে সোজা পথ গ্রহণ করে না। —আনোয়ারুল ইসলাম : ৩০ পৃঃ।

হালালযাদা ও হারামযাদা হওয়ার কি চমৎকার পদ্ধতি! আহমদী বন্ধুগণ। যে কোন মিরযা বিরোধী ব্যক্তিরও এই কথা বলবার অধিকার আছে কি যে, ওগো মিরযায়ী বন্ধুগণ! যদি হালালযাদা বনতে চাও, তাহলে এ পুস্তিকাকে মনোযোগ দিয়ে পড়? আমাদের মনে হয়, এরূপ বলবার অধিকার নেই।

৪। মিরযা সাহেব নিম্নোক্তভাবে তাঁর বিরোধীদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন :

إِنَّ الْعِدٰى صَارُوْا خَنَازِيْرَ الْفَلَا وَنِسَاءُهُمْ مِنْ دُوْنِهِنَّ الْاَكْلُبُ ۔

"আমার বিরোধীরা জঙ্গলের শূকর, তাদের স্ত্রীরা কুকুরেরও অধম।"—নজমুলহুদা পুস্তিকা।

মিরযাজী তাঁর বিরোধী মুসলিম জগতের ছোট বড় সব আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

৫। ওগো মৌলবীদের বজ্জাত ফেরকা, ওগো ইয়াহুদ স্বভাবের মৌলবী গোষ্ঠী।—আনজামে আতহম : ২১ পৃষ্ঠা।

মিরযা সাহেবের তথাকথিত অভিব্যক্তি সচ্চরিত্রতার কোন বিরোধ বা শত্রুতার উপর নির্ভরশীল ছিলনা বরং যার দিকেই তার সুদৃষ্টি পড়তো তাকেই তিনি কশে ধরতেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা কোন ব্যক্তি

Scanned with CamScanner

অথবা ব্যক্তিমণ্ডলীর উপর অসন্তুষ্টির দরুন মুখ খারাপ করে থাকে। এ ব্যাপারে মিরযা সাহেব একক; সুতরাং তার মুক্তো ছড়ানো ভাষা নিম্নরূপ :

৬। মসীহ এর চাল-চলন কি ছিল? তিনি ছিলেন একজন ভক্ষক, পানাসক্ত, মদ্যপায়ী—সাধুও নন, তাপসও নন, হকের পূজারীও নন। তিনি ছিলেন আত্মম্ভরী এবং খোদায়ীর দাবীদার।—মাকতুবাতে আহমদীয়া : (৩) ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা।

শুনুন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন :

৭। মদ ইউরোপের লোকদের মধ্যে বহুল পরিমাণ প্রচলনের কারণ এই যে, ঈসা আঃ মদপান করতেন সম্ভবতঃ কোন পীড়াজনিত কারণে অথবা তাঁর পূর্বাভ্যাসের দরুন।

—কিশতীয়ে নূহের টীকা : ৬৫ পৃষ্ঠা।

পাঠক! এখানে আমরা মুসলমানদের খেদমতেই নয়, বরং প্রতিটি মানুষের খেদমতে মানবতার আবেদন জানিয়ে জিজ্ঞেস করছি এগুলি কি সচ্চরিত্রতার লক্ষণ যে, এক ব্যক্তি আমাদের কিছুই বলেনি, আমাদের গালাগালেরও জওয়াব দিতে পারে না; তাকে কি এমন সব শব্দ যোগে স্মরণ করা চলে?

জনাব মিরযা সাহেব কাদিয়ানী হযরত ঈসা আঃ কে কাপুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন :

৮। তোমরা কি জানো যে, পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব মানুষের অন্যতম সদগুণ? কাপুরুষ হওয়া কোন সদগুণ নয়, যেমন কালা ও বোবা হওয়া সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিগণিত নয়। হাঁ, তবে এ মস্ত বড় অভিযোগ যে, হযরত মসীহ আঃ পৌরুষের উচ্চতম গুণ হ'তে বঞ্চিত থাকার কারণেই স্ত্রীদের সাথে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ সৎ জীবন যাপনের কোন আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হন নি। এজন্য ইউরোপের নারীরা অত্যন্ত লজ্জাকর

স্বাধীনতার সুযোগ লাভ করতে গিয়ে ন্যায়-নীতির সীমা থেকে দূরে সরে পড়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত অবর্ণনীয় অপরাধ ও পাপ বিস্তার লাভ করেছে···মসীহ তার অপূর্ণ শিক্ষার কারণে স্বীয় কথায় ও কাজে এরূপ অপূর্ণতা রেখে গেছেন। কিন্তু স্বভাবের তাকিদে বা প্রকৃতির দাবীতে ইউরোপ ও খৃষ্টান জাতীয়তা নিজেরাই তাদের জন্য নিয়ম কানুন বানিয়েছে। এখন তোমরা নিজেরাই ন্যায়নীতির নযর দিয়ে দেখ, ঘৃণ্য পাপাচার, দেশজোড়া বারবণিতাদের অপবিত্র পাড়ার ছড়াছড়ি, বড় বড় পার্কে দিনের আলোতে কুকুরের ন্যায় হাজার হাজার নারী পুরুষের মিলন, এই অবৈধ আযাদীতে অসহ্য হয়ে হায় আফসোস্। হায় আফসোস্। করা, প্রভৃতি বিপদে আক্রান্ত হয়ে শেষে তালাকের আইন পাশ করা কিসের পরিণতি? পাক-পবিত্র ও সচ্চরিত্রতার মহাশিক্ষক নিরক্ষর নবী মোস্তফা সঃ-র জীবন যাপনের সেই আদর্শ যার বিরুদ্ধে গোপন অপবিত্রতার অভিযোগ —এই কি তার পরিণাম? ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে এই বিষ বাষ্পহড়িয়ে পড়েছে। অথবা এটা কি এক অশোভনীয় পুস্তক 'পুলুসী ইনজীল' এর স্বভাব বিরোধিতা ও আধুরা শিক্ষার অপপ্রভাব? —মাকতুবাতে আহমদীয়া: (৩) ২৮ পৃষ্ঠা।

পাঠক। দেখুন, (মিরযা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) কেমন দুঃসাহসের সঙ্গে হযরত মসীহ আঃ কে কাপুরুষ ও অকর্ম্মণ্য বলেছেন। (আল্লার দরবারেই এজন্য আমাদের অভিযোগ)

মহামান্য পাঠক। মিরযা সাহেবের সচ্চরিত্রতার এই নমুনা। যাঁরা বিস্তারিত জানতে চান তাঁরা আমাদের "হিন্দুস্তান কি দো রিফমার" পুস্তিকা পড়ে দেখুন। তাতে স্বামী দয়ানন্দ ও

Scanned with CamScanner

মিরযা সাহেবের সচ্চরিত্রতা যে একই পর্য্যায়ের তা দেখানো হয়েছে।

এটা সত্য কথা যে, মিরযা সাহেবের বিরোধীরাও তার ব্যাপারে শক্ত কথা লিখেছেন। কিন্তু তাদের লেখা মিরযা সাহেবের লেখাকে সুসিদ্ধ করতে পারে না। কারণ মিরযা সাহেব তো (তার দাবী মতে) আল্লার তরফ থেকে সংস্কারক হয়ে এসেছিলেন, অন্য লোকদের এ মর্য্যাদা নেই। যে ডাক্তার রোগীকে হিংসা করে সে ডাক্তারই নয়।

এ ছাড়া দুনিয়ায় এখন যারা বেঁচে আছেন তাঁরা (হয়ত মিরযাজীকে) কিছু বলেছেন, আবার তার থেকে কিছু শুনেছেনও।

কিন্তু হযরত ঈসা আঃ মিরযা সাহেবকে কিছুই বলেন নাই, তাঁর উপর এমন তীর তিনি কেন নিক্ষেপ করলেন? তাঁকে কি তিনি নিজের পর্য্যবেক্ষণকারী জানতেন?

ইন্‌সাফের কথা হচ্ছে এই যে, মিরযা সাহেব অথবা অপর কোন ব্যক্তির সমগ্র জীবনের পূণ্য কাজ এক পাল্লায় এবং হযরত ঈসা মসীহ আঃ-র শানে লিখিত খারাপ কথা অপর পাল্লায় রাখা হলে শরীয়তের বিচার মুতাবিক অপর পাল্লাটিই (পাপের ভারে) নুয়ে পড়বে।

কাহারও সম্বন্ধে উচ্চধারণার একটি খারাপ দিক আছে। এই ধারণা অনেক সময় হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ করার ক্ষমতা অপহরণ করে নেয়। মিরযা সাহেবের মু'তাকিদরা বলে থাকে যে, আমাদের হযরত মিরযা সাহেব সেই ঈসা মসীহকে মন্দ বলেন নাই যার উল্লেখ কোরআনে রয়েছে বরং তিনি সেই যীশুখৃষ্ট সম্পর্কে বলেছেন যার সম্বন্ধে ঈসায়ীরা বিশ্বাস করে

Scanned with CamScanner

থাকে যে, তিনি নিজের ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

এর জওয়াব হচ্ছে, আমরা যে উধৃতি সংকলন করেছি তাতে তিনটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'ঈসা', 'মসীহ' এবং 'আলাইহিস সালাম' এ তিনটিই ইসলামী পরিভাষায় শব্দ। এ নামগুলোকে মন্দ বলা হয়েছে, এ ছাড়া কোরআন মজীদে এও একটি নৈতিক শিক্ষা রয়েছে যে, "অমুসলমানরা আল্লাহ ছাড়া যাদের আহ্বান জানিয়ে থাকে তোমরা যেন তাদের মন্দ বলোনা, তাহলে জ্ঞান ব্যতিরেকে (জেদের বশীভূত হয়ে) তারা আল্লাহকেও মন্দ বলবে।" ধরে নিন মিরযা সাহেব ইসলাম স্বীকৃত রসূল হযরত ঈসা মসীহ আঃ কে মন্দ বলেন নাই, বরং ঈসায়ীদের আবিষ্কৃত মা'বুদ যীশুখৃষ্টকেই মন্দ বলেছেন। এ অবস্থাতেও উক্ত আয়তের হুকুম মুতাবিক তা অবৈধ ও অন্যায় কার্য্য।

আমরা আশাকরি, পাঠক স্বয়ং এ পুস্তিকা পড়ে মিরযা সাহেবের অনুসারীদের অবশ্যই দেখাবেন এবং প্রতিটি উধৃতির জওয়াব তাদের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

(আল্লাহ তওফিক দাতা)

॥ সমাপ্ত ॥

Nizam
04.09.25

Scanned with CamScanner

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী বিরচিত গ্রন্থরাজি

১।	আহ্‌লে-হাদীস পরিচিতি	৩·০০
২।	ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	২·০০
৩।	ধনবন্টনের রকমারী ফর্মূলা	·৩৭
৪।	আহ্‌লে কিবলার পিছনে নামায	·২৫
৫।	নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী	·৩৭
৬।	ঈদে কুরবান	·৫০
৭।	মুসাফাহা—এক হস্তে না দুই হস্তে	·৪০
৮।	মুর্গী আগে জন্মেছে, না ডিম ?	১·০০

মওলানা আফতাব আহমদ রহমানী বিরচিত

৯।	মাসায়েল ও নামায শিক্ষা	২·০০

মৌলবী মুহঃ আবদুর রহমান বিরচিত ও অনূদিত

১।	আমাদের নবী (দঃ) এবং তাঁর আদর্শ, ১ম খণ্ড	শোভন	১৫·০০
		সাধারণ	১২·০০
২।	নবী সহধর্মিণী, ১ম খণ্ড		৩·০০
৩।	মর্দে মুজাহিদ হাজী বদরুদ্দীন		·৬২
৪।	সোশিয়ালিজ্‌ম ও ইসলাম		·৬০
৫।	মাহে শা'বান ও শবে-বরা'ত		·৫০
৬।	মুহল্লীদের জরুরী জ্ঞাতব্য		·৩০
৭।	তোমরা সত্যের সৈনিক হও		·৩০

প্রাপ্তিস্থান : ৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২

মুদ্রাকর : এম, এ, বারী
আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ
৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২

Scanned with CamScanner

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে

কুরআন ও হাদীসের শাশ্বত বাণী

এবং

ইসলামের নির্ভেজাল আদর্শ প্রচারে নিয়োজিত

একক কণ্ঠ

সাপ্তাহিক আরাফাত

॥ ১৭ শ বর্ষ চলিতেছে ॥

প্রতিষ্ঠাতা :

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল-কাফী

আল্‌কুরায়শী

সম্পাদক :

মুহাম্মদ আবদুর রহমান

(বি এ, বি টি)

বার্ষিক মূল্য : ১২'০০

ষান্মাসিক মূল্য : ৬'৫০

প্রতি সংখ্যা : ২৫ পঁচিশ পয়সা

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, সাপ্তাহিক আরাফাত

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

Scanned with CamScanner